দর্শনায় পুলিশের অভিযানে ৬ পলাতক আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টা থেকে ভোর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার প্রতাপপুর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে মিলন (৩৫), ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত হানিফ আলীর ছেলে আবুল উদ্দিন (৬২), একই গ্রামের মৃত আজিজুর রহমানের ছেলে এনামুল হক (৩০), দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত ফকির চান আলীর ছেলে ডালিম (৩৫), একই গ্রামের মৃত নবাই মণ্ডলের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩০) এবং চাকুলিয়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে মোজাম্মেল হক (৩৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক পৃথক দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ৭ পিস ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামিকে গতকাল মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি হলেন উপজেলার কালিয়াবকরী বসতিপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে লিটন আলী (৪০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোমবার বিকেলে দামুড়হুদা মডেল থানার বেড়বাড়ীয়া গ্রামের আদম মোড়ে নাজমুলের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার হেফাজত থেকে ৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা আদালতে প্রেরণ করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদক নির্মূল এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, “ইয়াবাসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলমান রয়েছে।”

দামুড়হুদায় ওষুধ আইনের লঙ্ঘনে ৩ জনকে জরিমানা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ওষুধ বিক্রিতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সদর ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার পরিচালিত এ অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ৩ ব্যক্তিকে মোট ৭ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলমের

নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানে জেলা ঔষধ পরিদর্শক উপস্থিত থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন।

অভিযান চলাকালে বিভিন্ন ফার্মেসিতে অনুমোদনবিহীন ওষুধ সংরক্ষণ, স্যাম্পল ওষুধ বিক্রি ও প্রদর্শন এবং অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক রেজিস্টার সংরক্ষণ না করার মতো নানা অনিয়ম ধরা পড়ে। পরে যাচাই-বাছাই শেষে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ৩ ব্যক্তিকে মোট ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় জেলা ঔষধ পরিদর্শক ফার্মেসি মালিকদের উদ্দেশে বলেন, সরকার নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মেনে ওষুধ বিক্রি করতে হবে। অনুমোদনবিহীন ওষুধ বিক্রি এবং রেজিস্টারবিহীনভাবে অ্যান্টিবায়োটিক বিতরণ জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওষুধ ব্যবসায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। একই সঙ্গে সাধারণ জনগণকে অনুমোদিত ফার্মেসি থেকে ওষুধ ক্রয়ের মাধ্যমে সচেতন ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

মহেশপুরে বিজিবির বিরুদ্ধে মামলার বাদীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামে হত্যা মামলার বাদী কৃষক রফিকুল ইসলাম রফিকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে রফির মা লাইলী বেগম এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ৩ জুন তার ছেলে রফিকুল ইসলাম রফিকে বাঘাডাঙ্গা গ্রামের ব্যানাকুড় মাঠ থেকে একটি বিদেশী

অস্ত্রসহ গ্রেফতার দেখিয়ে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পক্ষ থেকে মামলায় জড়ানো হয়। বিজিবির এজাহারে দাবি করা হয়েছে সোর্স ও নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ উল্টো এবং অত্যন্ত ভয়াবহ।

তিনি দাবী করেন, রফি কোনো সন্ত্রাসী বা অস্ত্র ব্যবসায়ী নয়; তার একমাত্র অপরাধ সে একটি নির্মম জোড়া খুনের মামলার বাদী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের ১৭ জানুয়ারি সীমান্তের চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও কুখ্যাত অস্ত্রধারী তরিকুল ইসলাম আকালে বাহিনী তারআরেক সন্তান শামীম ও দেবর মন্টুকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে। রফি ওই হত্যা মামলার বাদী হওয়ায় আকালে ও কবীর তার দলবল দীর্ঘদিন ধরে তাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছিল। খুনি আকালে বাহিনী নিজেদের বাঁচাতে এবং রফিকে পথ থেকে সরাতে বিজিবির কিছু সদস্যকে ভুল তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করে এই ‘অস্ত্র উদ্ধারের মিথ্যা নাটক’ সাজিয়েছে বলে অভিযোগ করেন লাইলী বেগম।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ঘটনার দিন সকালে রফি তার নিজের জমিতে গবাদিপশুর জন্য নেপিয়ার ঘাস কাটতে গিয়েছিল। ঘাস কেটে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার পথে বিজিবির একটি টহল দল তার গতি রোধ করে। রফি সরল বিশ্বাসে মোটরসাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিজিবি সদস্যরা তার শরীর তল্লাশি করে অবৈধ কিছুই পায়নি। কিন্তু এরপর তাকে জোরপূর্বক টেনে ঘাসক্ষেতের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ পর ঘাসক্ষেতের এক কোণ থেকে ভারতীয় পলিথিনে মোড়ানো একটি বস্তু উদ্ধার দেখিয়ে সেটিকে আমেরিকার তৈরি অত্যাধুনিক অস্ত্র হিসেবে দাবি করা হয়। এজাহারে বলা হয়েছে অস্ত্রটি নাকি রফির শরীর তল্লাশি করে পাওয়া গেছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

সংবাদ সম্মেলনে দাবী করা হয়, জোড়া খুনের মামলাটি ভিন্ন খাতে নিতে এর আগেও রফিকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করেছে আকালে বাহিনী। গত ২০২৫ সালের ১১ মে রাতেও ঘাস কেটে বাড়ি ফেরার পথে রফিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল, যা সৌভাগ্যবশত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সন্ত্রাসী চক্রটি রফিকে শেষ করতে না পেরে তারা এই সাজানো অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে রফির বোন জেসমনি আরা, মেয়ে লাকি বেগম, স্বজন আব্দুল আলীম, সোহরাব হোসেন, ইছাহাক সরদার,

মহসিন আলী ও চঞ্চল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এবিষয়ে ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল রফিকুল আলম জানান, অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি সত্য এবং রফির কাছ থেকেই বিদেশী অস্ত্র পাওয়া গেছে। ফলে বিজিবির বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ সত্য নয়।

উল্লেখ্য, মামলার এজাহারে বিজিবি দাবী করেছে উদ্ধারকৃত অস্ত্রটি রফির দেহ তল্লাসী করে পাওয়া যায়। অন্যদিকে গত ৩ জুন বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় অস্ত্রটি রফির নেপিয়ার ঘাস ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয়। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে বিজিবির দুই রকম তথ্য নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

আলমডাঙ্গার ‘স্মৃতিস্তম্ভ-৭১’ সংস্কারের দাবি

আলমডাঙ্গার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্মারক হিসেবে পরিচিত ‘স্মৃতিস্তম্ভ-৭১’। সরেজমিনে দেখা গেছে, স্মৃতিস্তম্ভটির গায়ে খোদাই করা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের অধিকাংশই এখন মলিন হয়ে প্রায় মুছে গেছে। স্তম্ভের চূড়ায় অঙ্কিত জাতীয় পতাকার রংও বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে থাকা আলোকসজ্জার বাতিটিও অচল অবস্থায় রয়েছে। ফলে রাতের বেলায় স্মৃতিস্তম্ভটি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, প্রতিদিন এই পথ দিয়ে রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও অসংখ্য মানুষ চলাচল করলেও স্মৃতিস্তম্ভটির করুণ অবস্থার দিকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। ফলে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহনকারী এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাটি ধীরে ধীরে হারাচ্ছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সৌন্দর্য।

অনেকেই মনে করেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভের এমন অবস্থা শুধু অবহেলারই নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের

ইতিহাস ও চেতনার প্রতিও এক ধরনের উদাসীনতার বহিঃপ্রকাশ।

সচেতন মহলের দাবি, দ্রুত স্মৃতিস্তম্ভটির সংস্কার, পুনরায় নামফলক দৃশ্যমান করা, জাতীয় পতাকার রং নবায়ন এবং পর্যাপ্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হোক।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি স্থানীয় বাসিন্দাদের আহ্বান, মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের স্মারক ‘স্মৃতিস্তম্ভ-৭১’- কে যথাযথ মর্যাদায় সংরক্ষণ ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মিছিল ও সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বিএনপির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে মশাল মিছিল করা হয়েছে। তারা এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকুর নেতৃত্বে

চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে ঝাউবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয় এবং এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ কর্মসূচির আয়োজন করেন।

সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, “শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন নিয়ে মিছিল বের করে পরিবেশ নষ্ট করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তাই দ্রুত জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুর রহমান ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

দামুড়হুদায় ৪৫ পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার, স্ত্রী পলাতক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা মাঝেরপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৪৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

এ সময় তার স্ত্রীসহ আরও ২-৩ জন সহযোগী পালিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি উপজেলার হোগলডাঙ্গা (মাঝেরপাড়া) গ্রামের মৃত মোহামাদ আলীর ছেলে আব্দুল হালিম (৪০)। তার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন এর দিকনির্দেশনায় গত ৭ জুন রবিবার রাত ৯টার দিকে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হোগলডাঙ্গা মাঝেরপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আব্দুল হালিমকে তার বসতবাড়ির উঠান থেকে আটক করা হয়। তবে তার স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৩৫) এবং আরও ২-৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কৌশলে পালিয়ে যায়।

পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে আব্দুল হালিমের দেহ তল্লাশি করা হলে তার পরিহিত লুঙ্গির ডান কোচা থেকে ৪৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবার ওজন ৪ দশমিক ৫ গ্রাম যার আনুমানিক মূল্য ১৩ হাজার ৫০০ টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুল হালিম স্বীকার করেন যে, পলাতক আসামিরা এর আগেও কয়েক পিস ইয়াবা বিক্রি করেছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলেই জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ করে এবং গ্রেফতারকৃত আসামীকে থানায় নিয়ে আসে।

তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক তদন্তে আব্দুল হালিম ও তার স্ত্রী আফরোজা খাতুন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে তথ্য পাওয়া গেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদক সংগ্রহ করে নিজ এলাকা ও আশপাশের অঞ্চলে বিক্রি করে আসছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীকে আজই আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পলাতক আসামীদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. মিজানুর রহমান হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গত শনিবার রাত ৯টার দিকে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন নগর বোয়ালিয়া মণ্ডলপাড়া গ্রামের নদীর ঘাটসংলগ্ন জনৈক শরীফের পানের বরজের সামনে কাঁচা রাস্তার ওপর থেকে মো. লিপন আলীকে (৩২) ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত লিপন আলী ভাংবাড়িয়া মোল্লাপাড়া গ্রামের মো. মুজিবুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, উদ্ধারকৃত আসামির বিরুদ্ধে গাঁজা বিক্রয় ও হেফাজতে রাখার অভিযোগে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় মাদক ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদদানের অভিযোগে আরও দুইজন নামীয় আসামিসহ ৩ থেকে ৪ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ী ওল্টুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

আলমডাঙ্গার বেলগাছীতে ওল্টুর মাদক কারবারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। অভিযানের নামে সৃষ্ট প্রহসনে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবিলম্বে জোরালো অভিযান চালিয়ে ওল্টুকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে মাদক বেচাকেনার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত যুবকের নাম মো. ওল্টু (২৭)। তিনি উপজেলার বেলগাছী গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মৃত সাহেব আলীর ছেলে। গ্রামের মানুষের কাছে তিনি এখন ‘মাদক সম্রাট’ নামেই পরিচিত।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ওল্টু গ্রামে মাদকের

কারবার চালিয়ে আসছেন। পুলিশের তৎপরতা বাড়লে তিনি কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দেন, আর অভিযান থেমে গেলেই আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বর্তমানে তিনি একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে মাদক ছড়িয়ে দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই অবৈধ ব্যবসায় স্কুলপড়ুয়া কিশোর ও মাদকাসক্তদের ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। তারাই মাদকের বাহক ও সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছে।

এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেন, একসময় বেলগাছীএলাকায় মাদক ব্যবসার মাধ্যমে আলোচিত ছিলেন ওল্টুর বড় ভাই বোমা কালাম। এখন সেই একই পথে হেঁটে ওল্টু এলাকায় মাদকের বিস্তার ঘটাচ্ছেন।

এলাকার একটি সূত্র জানায়, ওল্টু প্রকাশ্যে দাবি করেন, “আমি মাদক বিক্রি করব, কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। পুলিশও না। আমি কৌশলে ব্যবসা করি, পুলিশ এলেও কিছু পাবে না।” তার এমন দাম্ভিকতায় গ্রামবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা বলছেন, এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বেলগাছীর তরুণ প্রজন্ম মাদকের ভয়াবহ ছোবলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, মাদকের এই গডফাদারকে দ্রুত গ্রেফতার করে এলাকাকে মাদকমুক্ত করা হোক।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

আলমডাঙ্গায় সংবাদ প্রকাশের পর মানবিকতার হাত বাড়ালেন ইউএনও

সংবাদ প্রকাশের পর মানবিকতার হাত বাড়িয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহিনুর আক্তার।

“৩ বছরের শিশুর পাহারায় অসহায় বাবা” স্থানীয় পত্রিকায় এমন

হৃদয়স্পর্শী সংবাদ প্রকাশের পর অবশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন।

আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামের ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত শহিদুলের অসহায় জীবনসংগ্রামের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিনুর আক্তারের নজরে আসে। মানবিক বিবেচনায় তিনি শহিদুলের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে চাল, শুকনা খাবার ও আর্থিক অনুদান তার স্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

জানা যায়, শহিদুল ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারানোর পর তার পরিবার চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ে। অভাব-অনটনের সংসারে চিকিৎসার ব্যয় বহন তো দূরের কথা, দৈনন্দিন খাবার জোগাড় করাও হয়ে ওঠে কঠিন। একটি ছোট্ট চালাঘরে অরক্ষিত অবস্থায় বসবাস করা পরিবারটির রাত কাটে নানা আতঙ্কে।

সংবাদ প্রকাশের পর স্থানীয় মানুষের মধ্যেও ব্যাপক সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে অসুস্থ বাবার শয্যার পাশে ৩ বছরের কন্যাশিশুর পাহারা দেওয়ার দৃশ্য এবং ১০ বছরের ছেলেটির অসহায়ত্ব অনেকের হৃদয় স্পর্শ করে।

এমন পরিস্থিতিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার এই মানবিক উদ্যোগ পরিবারটির মাঝে নতুন আশার আলো জাগিয়েছে। শহিদুলের স্ত্রী আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, “আমরা ভেবেছিলাম আমাদের কষ্ট কেউ দেখবে না। কিন্তু সংবাদ প্রকাশের পর ইউএনও ম্যাডাম আমাদের খোঁজ নিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ।”

স্থানীয়রা মনে করছেন, সমাজের বিত্তবান ও মানবিক ব্যক্তিরাও যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে শহিদুলের চিকিৎসা এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ তৈরি হবে।